বদলাতে শুরু করেছে বিএনপি

লিখেছেন **বদরুল আলম নাবিল**

বদলাতে শুরু করেছে সরকারি দল বিএনপি। বিএনপির অঙ্গ সংগঠন যুবদল, ছাত্রদল এবং শ্রমিক দলে নেতৃত্বের বদল ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। এসেছে নতুন এবং অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতৃত্ব। এবার মূল দলের পালা। আগামী সেপ্টেম্বরে বিএনপি'র কাউন্সিল আয়োজনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে জোরেসোরে। ৭৩টি সাংগঠনিক জেলায় সম্মেলন আয়োজন করে নতুন কমিটি গঠন প্রক্রিয়া চলছে। জানা যায়, বিএনপির এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন দলের ভবিষ্যৎ কর্ণধার এবং প্রধানমন্ত্রীর পুত্র তারেক রহমান।

তরুণরা এগিয়ে আসছে

আসন্ন কাউন্সিলে বিএনপির স্থায়ী কমিটি, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি, সম্পাদকীয় পদগুলো এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পদে ব্যাপক পরিবর্তনের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্থায়ী কমিটিতে একেবারে তরুণদের ঢুকতে পারার সম্ভাবনা না থাকলেও নির্বাহী কমিটি, সম্পাদকীয় পদ এবং সদস্য পদে তরুণদের আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

স্থায়ী কমিটির ১৩ জন সদস্যের মধ্যে ৪টি পদ বর্তমানে খালি আছে। এগুলো খালি হয়েছে ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর দল থেকে পদত্যাগ, মাজেদুল হকের বহিষ্কার এবং মির্জা গোলাম হাফিজ ও মোস্তাফিজুর রহমানের মৃত্যুর কারণে। আসন্ন কাউসিলে এই ৪টি পদে নতুন নিয়োগ দেয়া হবে। এর দু'জন প্রায় ঠিকই হয়ে আছেন। কয়েকটি সূত্র দাবি করছে, যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা এবং তথ্যমন্ত্রী তরিকুল ইসলাম পেতে যাচ্ছেন স্থায়ী কমিটির সদস্য পদ। অন্য দুটি পদে কে আসছেন তা এখনো স্পষ্ট নয়। প্রধানমন্ত্রীর সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন স্থায়ী কমিটিতে ঢোকার। তিনি সফল হয়ে যেতেও পারেন। এম কে আনোয়ার, আব্দুল মঈন খান-এর মতো সিনিয়র নেতাদের মধ্য থেকে নতুন দুটি মুখ আসতে পারে স্থায়ী কমিটিতে অথবা এই দুটি পদ খালি থেকে যেতে পারে।

বর্তমানে স্থায়ী কমিটির সদস্যরা হচ্ছেন

যুগ্ম মহাসচিব হওয়ার পর থেকেই আলোচনায় আসে তিনি সহসা দলের মহাসচিব হচ্ছেন। কিন্তু সম্প্রতি উপদেষ্টা এবং সিনিয়র নেতাগণ পরামর্শ দিয়েছেন তাকে মহাসচিব না করে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট-১ করা হোক। জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শটি পছন্দ হয়েছে। তাই এমনটা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে আসন্ন কাউন্সিলে

যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা এবং তথ্যমন্ত্রী তরিকুল ইসলাম পেতে যাচ্ছেন স্থায়ী কমিটির সদস্য পদ। অন্য দুটি পদে কে আসছেন তা এখনো স্পষ্ট নয়। প্রধানমন্ত্রীর সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন স্থায়ী কমিটিতে ঢোকার। তিনি সফল হয়ে যেতেও পারেন। এম কে আনোয়ার, আব্দুল মঈন খান-এর মতো সিনিয়র নেতাদের মধ্য থেকে নতুন দুটি মুখ আসতে পারে স্থায়ী কমিটিতে অথবা এই দুটি পদ খালি থেকে যেতে পারে

সাইফুর রহমান, অলি আহমেদ, ড. আর এ গনি, খন্দকার দেলওয়ার হোসেন, মান্নান ভূঁইয়া, তানভীর আহমেদ, ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মওদুদ আহমদ, অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব উদ্দিন এবং কেএম ওবায়দুর রহমান। এদের মধ্যে ড. আর এ গনি বাদ পড়তে পারেন, বাকিরা যথাস্থানেই থাকবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

তারেক রহমান : ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন?

পার্টির নেতা-কর্মী, সমর্থক এমনকি সাধারণ জনগণ সবাই ধরে নিয়েছেন বিএনপির ভবিষ্যৎ কর্ণধার তারেক রহমান। তাই দল এবং সরকার পরিচালনায় খালেদা জিয়ার পরেই তারেক রহমানের মতামত সর্বাধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। গত সংসদ নির্বাচনে দলের অর্থ, প্রচার এবং নির্বাচনী অফিস ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

প্রার্থী বাছাই বিশেষ করে নির্বাচন পরিচালনায় তিনি অভূতপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, যার কারণে দল সাফল্য লাভ করার পর তার প্রভাব ও গ্রহণযোগ্যতা আরো কয়েক গুণ বেড়ে যায়। ফলশ্রুতিতে মন্ত্রিসভা গঠনেও তার ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এর কিছুদিন পরেই তিনি পান পার্টির যুগ্ম মহাসচিব-১ এর দায়িত্ব। যুগ্ম মহাসচিবের দায়িত্ব নেয়ার পর তিনি দল গোছাতে মনোযোগ দেন। ছাত্রদলের বিতর্কিত একটি কেন্দ্রীয় কমিটি ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের যে কমিটিগুলো তিনি করেছেন তা মোটামুটি ভালোই হয়েছে।

যুগ্ম মহাসচিব হওয়ার পর থেকেই আলোচনায় আসে তিনি সহসা দলের মহাসচিব হচ্ছেন। কিন্তু সম্প্রতি উপদেষ্টা এবং সিনিয়র নেতাগণ পরামর্শ দিয়েছেন তাকে মহাসচিব না করে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট-১ করা হোক। জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শটি পছন্দ হয়েছে তাই এমনটা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে আসন্ন কাউন্সিলে। দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি এবং অন্যান্য পদগুলোতে যেসব নতুন মুখ আসার সম্ভাবনা প্রবল তারা হলেন, নবগঠিত যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, যুগ্ম সম্পাদক এবং ডাকসুর সাবেক জিএস খায়রুল কবির খোকন, সাবেক ছাত্রদল নেতা হাবিবুন্নবী সোহেল, শহিদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, ছাত্র ইউনিয়ন থেকে আগত মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, সাতক্ষীরা থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য হাবিবুল ইসলাম হাবিব প্রমুখ।

সংসদ সদস্য মোয়াজ্জেম হোসেন আলালের দলে যুববিষয়ক সম্পাদক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যরা কেউ কেউ সম্পাদকীয় পদগুলো পাবেন। কেউ কেউ শুধুমাত্র সদস্য হিসেবে কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

ডাকসু ভিপি এবং স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমান সম্ভবত নতুন কেন্দ্রীয় কমিটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ পেতে যাচ্ছেন। আরেকজন কর্মতৎপর প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন তার বর্তমান পদ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক হিসেবেই থেকে যাবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তিনি এখন মন্ত্রণালয়ের কাজকর্ম নিয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

গ্রুপিং-লবিং : জন্ম থেকে

জন্মকাল থেকেই বিএনপিতে নানা দলের নানা মতের নেতার সমাহার। মেজর জিয়া সামরিক সরকারকে গণতন্ত্রের লেবেলে জড়ানোর জন্য তৈরি করেছিলেন রাজনৈতিক দল। ক্ষমতা গ্রহণের ২ বছরের মাথায় মধ্যপন্থি রাজনীতিক বিচারপতি আব্দুস সাত্তার, ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, জামাল উদ্দিন প্রমুখকে নিয়ে গড়ে তোলেন জাতীয় গণতান্ত্রিক দল (জাগদল)। একই বছর তিনি ন্যাপের মশিউর রহমান, ইউপিপি'র কাজী জাফর আহমেদ, মুসলিম লীগের আজিজুর রহমান গ্রুপ, লেবার পার্টি, তফসিলি ফেডারেশন, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষী দল এবং জাগদলসহ কয়েকটি গ্রুপের সমন্বয়ে গড়ে তোলেন 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট'। ঐ বছরই ৩ জুনের নির্বাচনে জিয়াউর রহমান জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে

উদারপন্থি গ্রুপটির নেতৃত্ব অনেক দিন থেকেই মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার হাতে। সঙ্গে আছেন সাদেক হোসেন খোকা, আব্দুল্লাহ আল নোমান, কর্নেল অলি আহমেদ, এম মোর্শেদ খানসহ যুবদল, শ্রমিক দল, সাবেক ছাত্রদল নেতাদের সিংহভাগ, আছেন মূল দলের তরুণ নেতৃবৃন্দ

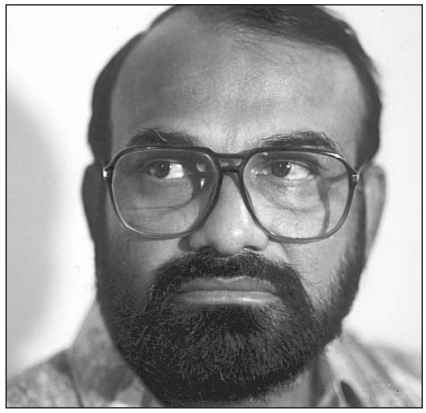

গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের প্রার্থী এমএজি ওসমানীকে পরাজিত করেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই জাগদল ও জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। ১৯৭৮ সালেরই ১ অক্টোবর প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। বিএনপিতে তিনি নিয়ে আসেন মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (ভাসানী) প্রভৃতি দলের বিভিন্ন অংশ ছাড়াও প্রায় সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট।

বাম-ডান, মধ্যপন্থি এবং মৌলবাদী নেতাদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে বিএনপি। নানা মতের নানা মুনির ভিড় হওয়ায় দলটির মধ্যে নীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গিগত বিভেদ স্পষ্ট।

বিএনপিতে ডানপন্থি এবং উদারপন্থি ২টি গ্রুপই বেশ শক্তিশালী। দলের চেয়ারপার্সনও ২টি গ্রুপকে সমন্বয় করে চলার চেষ্টা করছেন। যদিও তারেক জিয়ার প্রচ্ছন্ন সমর্থনে সাম্প্রতিক সময়ে উদারপন্থি গ্রুপটি প্রভাব বিস্তার করে চলছে। তবে অপর গ্রুপটিও নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

দীর্ঘদিন বিএনপিতে দক্ষিণপন্থিদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিলো। '৯৬-এর নির্বাচনে দলের এবং দক্ষিণপন্থি শীর্ষ নেতাদের পরাজয় তাদের কোণঠাসা করে ফেলে। ফলশ্রুতিতে মহাসচিব হন উদারপন্থি নেতা আবদুল মান্নান ভূঁইয়া। পরবর্তীতে ব্যারিস্টার আব্দুস সালাম তালুকদার এবং মীর্জা গোলাম হাফিজের মৃত্যুতে দক্ষিণ গ্রুপটি আরো দুর্বল হয়ে পড়ে।

বর্তমানে দক্ষিণপন্থি গ্রুপটিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। তার সঙ্গে আছেন সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, বস্ত্রমন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরী, আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, মির্জা আব্বাস, খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, আমান

বর্তমানে দক্ষিণপন্থি গ্রুপটিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। তার সঙ্গে আছেন সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, বস্ত্রমন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরী, আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, মির্জা আব্বাস, খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, আমান উল্লাহ আমান প্রমুখ

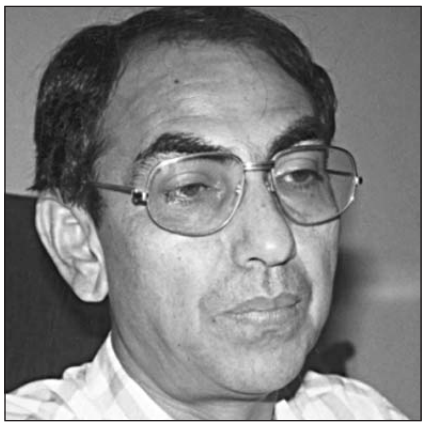

দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি এবং অন্যান্য পদগুলোতে যেসব নতুন মুখ আসার সম্ভাবনা প্রবল তারা হলেন, নবগঠিত যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, যুগ্ম সম্পাদক এবং ডাকসুর সাবেক জিএস খায়রুল কবির খোকন, সাবেক ছাত্রদল নেতা হাবিবুন্নবী সোহেল, শহিদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, ছাত্র ইউনিয়ন থেকে আগত মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, সাতক্ষীরা থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য হাবিবুল ইসলাম হাবিব প্রমুখ

উল্লাহ আমান প্রমুখ।

উদারপন্থি গ্রুপটির নেতৃত্ব অনেক দিন থেকেই মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার হাতে। সঙ্গে আছেন সাদেক হোসেন খোকা, আব্দুল্লাহ আল নোমান, কর্নেল অলি আহমেদ, এম মোর্শেদ খানসহ যুবদল, শ্রমিক দল, সাবেক ছাত্রদল নেতাদের সিংহভাগ, আছেন মূল দলের তরুণ নেতৃবৃন্দ।

অঙ্গ সংগঠনের কমিটিগুলো যেভাবে হলো

গঠনতন্ত্র অনুযায়ী যুবদলের ৩ বছর পর পর সম্মেলন এবং নতুন কমিটি হওয়ার কথা। কিন্তু যুবদলের সম্মেলন সর্বশেষ হয়েছিলো ১৯৯৪ সালের ২৭ অক্টোবর। দীর্ঘ ৬ বছর পর গত মাসে সম্মেলন এবং নতুন কমিটি হয়েছে। মির্জা আব্বাস আর যুবদলের সভাপতি থাকছেন না তা পূর্ব থেকেই নিশ্চিত ছিলো। সভাপতি হওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক গয়েশ্বর চন্দ্র রায় এবং মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল। এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হয় গয়েশ্বর রায়কে মূল দলের যুগ্ম সম্পাদক-৭ করে মোয়াজ্জেম হোসেন আলালকে যুবদল সভাপতি এবং খায়রুল কবির খোকনকে সাধারণ সম্পাদক করা হবে। সম্মেলনের ঠিক আগ মুহূর্তে সিদ্ধান্তটি ঘুরে যায়। ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন এবং সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন বরকতউল্লা বুলুকে সভাপতি করার। তারা যুক্তি হিসেবে দাঁড় করান বুলুকে নির্বাচনে প্রার্থী করা হয়নি, পরে টেকনোক্র্যাট প্রতিমন্ত্রী করা হয়। এখন তাকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেয়া হচ্ছে, তাই অন্তত যুবদলের সভাপতি করা হোক। প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি মেনে নেন।

শ্রমিক দলের কমিটি হয়েছে আরো মাস দুয়েক আগে। নজরুল ইসলাম সভাপতি হয়েছেন মান্নান ভূঁইয়া গ্রুপের সমর্থনে। সাধারণ সম্পাদক পদটি পেয়েছেন জাফরুল হাসান। শ্রমিক দলে দীর্ঘদিনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমান স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকদলের নেতৃত্ব থেকে বাদ পড়েছেন।

সবচেয়ে বিতর্কিত কমিটি হয়েছে ছাত্রদলের। কমিটি গঠনের কিছুদিন আগে তারেক রহমান ছাত্রদলের নেতাদের এক বিশাল বহর নিয়ে গিয়েছিলেন সেন্টমার্টিনে। সেখানে হয়েছে কর্মশালা। বলা হয়েছিলো মেধাবী এবং যোগ্য নেতাদের দিয়ে কমিটি গঠন করা হবে। অছাত্রদের বাদ দেয়া হবে কমিটি থেকে। কিন্তু কাজ হয়েছে ঠিক তার উল্টো। সন্ত্রাসের দায়ে অভিযুক্ত অছাত্র সাহাবুদ্দিন লাল্টুকে করা হয়েছে সভাপতি। আরেক অছাত্র আজিজুল বারী হেলাল হয়েছেন সাধারণ সম্পাদক। ছাত্রদলের দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত, জনপ্রিয় এবং তুলনামূলক মেধাবী নেতা মনির হোসেন এবং মোশাররফ হোসেনকে বাদ দেয়া হলো। এই কমিটিটি ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের কাছে খুবই অপ্রত্যাশিত ছিলো।

আঞ্চলিক নেতৃত্বে বিভাজন

শুধু মূল দল বা অঙ্গ সংগঠন নয়, বিএনপির এই কট্টরপন্থি এবং উদারপন্থি বিভাজন আঞ্চলিক রাজনীতিতেও বিস্তৃত। বন্দর নগরী চট্টগ্রামে আব্দুল্লাহ আল নোমান, এম মোর্শেদ খান রয়েছেন উদারপন্থিদের নেতৃত্বে। দক্ষিণপন্থিদের নেতা এখানে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং মীর নাসির। বিভাগীয় শহর রাজশাহীতে উদারপন্থি গ্রুপটি বেশ কোণঠাসা। এ গ্রুপটি জিইয়ে রেখেছেন সাবেক ভূমিমন্ত্রী কবির হোসেন। এখানে ড. মোশাররফের কট্টর গ্রুপটি চলছে মেয়র মিজানুর রহমান মিনুর নেতৃত্বে। জামায়াত সঙ্গে থাকায় এরা আরো বেশি শক্তিশালী।

বরিশাল অঞ্চলে মান্নান ভূঁইয়াপন্থি গ্রুপটি মূল নেতা মেজর হাফিজ উদ্দিন, শহিদুল হক জামাল, মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল এবং সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী সেলিমা রহমান। অন্যদিকে ডানপন্থিদের নেতৃত্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী, মেয়র মজিবুর রহমান সারোয়ার এবং ভূমি প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমরের হাতে। সিলেটের বিএনপিতে অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের একক নিয়ন্ত্রণ এখনো বহাল আছে। তবে সম্প্রতি হয়ে যাওয়া সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভুল প্রার্থী মনোনয়ন, অন্যান্যদের বিদ্রোহ এবং আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিজয়ের ফলে তিনি কিছুটা বেকায়দায় পড়েছেন।

সেপ্টেম্বরের আসন্ন কাউন্সিলকে লক্ষ্য করে সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিএনপি এবং অঙ্গ সংগঠনগুলোর সম্মেলন এবং কমিটি হচ্ছে। কমিটিতে স্থান করে নেয়ার জন্য দক্ষিণপন্থি এবং উদারপন্থি দুটি গ্রুপই এখন সক্রিয়। যে যার লবি দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কমিটিতে স্থান পাওয়ার জন্য। তারেক রহমান স্বয়ং পুনর্গঠনে নেতৃত্বে দেয়ায় তুলনামূলক তরুণ এবং উদারপন্থিরাই প্রাধান্য পাচ্ছেন সর্বত্র। তবেএ কোথাও কোথাও কমিটি গঠনে স্থানীয় জামায়াতের পছন্দের লোকরাও এগিয়ে যাচ্ছেন।

কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় সব পর্যায়ে পুরনোদের ছাড়িয়ে নতুনরা এগিয়ে আসছেন। দল দুটির নীতি নির্ধারণে তরুণরা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছেন। অনেকেই মনে করেন এতে দেশে একটি ইতিবাচক রাজনীতির ধারা ক্রমশ বিস্তার লাভ করবে। কারণ তরুণরা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সহনশীল রাজনীতি পছন্দ করে। কথার চেয়ে এরা কাজ করতে পছন্দ করে। তবে যতোদিন রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হবে, জবাবদিহিতা তৈরি না হবে ততোদিন সুফল পাওয়া মুশকিল হবে।

ছবি : **খালেদ সরকার**